দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছর থেকে---------- শিক্ষামন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ২৪ জুলাই, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

আগামী বছর থেকে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা করেছি। এ বছর সম্ভব হচ্ছে না। তবে আগামী বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করছি। বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনাগ্রহের কারণে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না বলে তিনি জানান।

শিক্ষা বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন 'এডুকেশন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইরাব)' নবনির্বাচিত কমিটির নেতারা গতকাল সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত্ করতে গেলে তিনি এ সব কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব সোহরাব হোসাইন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান খান ও সাধারণ সম্পাদক সাব্বির নেওয়াজ।

মন্ত্রী বলেন, আমরা দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময় একজন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কী অসহনীয় কষ্ট করতে হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে হয়। পরীক্ষায় অংশ নিতে আজ রাজশাহী, কাল চট্টগ্রাম, পরের দিন খুলনা যেতে হয়।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কয়েকবছর ধরে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার জন্য আমরা বলে আসছি। রাষ্ট্রপতিও একটি অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার জন্য আহবান জানান। ইতোমধ্যে আমরা কমিটি করে দিয়েছি। আশা করছি আগামী বছর থেকে গুচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে সবাইকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হবে। দক্ষ শিক্ষক ও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করা হবে। নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় ৮ বছর ধরে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে পারিনি। তবে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার প্রেক্ষিতে অর্থ প্রাপ্তির আশ্বাস পাওয়া গেছে।

দক্ষ শিক্ষক ও যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে এমপিওভুক্তির আওতায় আসে তা নিশ্চিত করতে নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। ভবিষ্যতেও যেন এ ধারা অব্যাহত থাকে ও নিশ্চিত করা যায় তার জন্যই শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস রোধে সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করে শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন বলেন, সাংবাদিকদের লেখনির কারণে প্রশ্নফাঁস রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত